রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ৩০, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-১৩ (ত্রমপিও)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ আগস্ট ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

নং শিম/শাঃ ১৩/এমপিও/৩০%-৭/২০০৯/১৯৬—বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজ, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা প্রার্থীর অগ্রতুলতা বিবেচনা করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ ও নির্বিঘ্ন রাখার লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারী করা হলোঃ

২। **মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা** ঃ— দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত/অধিভুক্তিপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত ও এমপিওভুক্ত নয় এরূপ সকল প্রকার বেসরকারি স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজ, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং নতুন স্থাপিত উক্ত রূপ প্রতিষ্ঠানে মহানগর অথবা জেলা সদরের পৌর এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ০৪-০২-২০১০ তারিখ জারীকৃত জনবল কাঠামো সংক্রান্ত নির্দেশিকা মোতাবেক অনুমোদিত শিক্ষক পদসংখ্যার অন্তত ৪০% পদে এবং অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে অন্তত ২০% পদে অনুচ্ছেদ '৪' এর বিধান সাপেক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। মহিলা শিক্ষকের পদ সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ দেখা দিলে তা যদি দশমিক পাঁচ বা ততোধিক হয় তাহলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা মহিলা শিক্ষক পদসংখ্যা হিসেবে গণ্য হবে।

৩। **নির্দেশাবলি লংঘনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা** ঃ—অনুচ্ছেদ ২ এ বর্ণিত নির্দেশ লংঘন করা হলে অনুচ্ছেদ ৪ এর বিধান সাপেক্ষে ক্ষেত্রমতে ঃ

(ক) নতুন স্থাপিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতি প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(খ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বা অধিভুক্তিপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত নয় (এমপিওবিহীন) এমন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অনুদান প্রাপ্তির (এমপিওভুক্তির) জন্য বিবেচিত হবে না;

(গ) শিক্ষক-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত (এমপিওভুক্ত) কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুচ্ছেদ ২ এর বিধান লংঘনপূর্বক নিয়োগপ্রাপ্ত কোন শিক্ষকের বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অনুদান (এমপিও) প্রদান করা হবে না;

(ঘ) এ প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ (২) এর অনুসরণ ব্যতীত শিক্ষক নিয়োগ করা হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে ০৪-০২-২০১০ তারিখে জারীকৃত জনবল কাঠামো সংক্রান্ত নির্দেশিকার ১৮ ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

৪। **মহিলা শিক্ষক না পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়োগ পদ্ধতি ঃ**

(১) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন পদ শূন্য হলে নির্ধারিত সংখ্যক মহিলা শিক্ষক পদ পূরণকল্পে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে ঃ

(ক) কেবল মহিলা প্রার্থীগণের নিকট হতেই আবেদনপত্র আহবান করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্যই 'পুরুষ প্রার্থীগণের আবেদন করার প্রয়োজন নেই' বাক্যটি উল্লেখ করতে হবে।

(খ) দফা (ক) অনুসারে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর কোন মহিলা প্রার্থী পাওয়া না গেলে গভর্নিং বডি/ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে একইভাবে দ্বিতীয়বার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে।

(গ) দফা (ক) ও (খ) অনুসারে দু'বার বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পরও মহিলা প্রার্থী পাওয়া না গেলে গভর্নিং বডি/ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য উন্মুক্ত করে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এরূপ অবস্থায় পুরুষ প্রার্থীকেও নিয়োগ দেয়া যাবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন সকল বিজ্ঞপ্তি ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি বহুল প্রচারিত জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকা এবং একটি স্থানীয় (প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট জেলা সদর থেকে প্রকাশিত) বাংলা দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে। প্রার্থীগণের আবেদনপত্র দাখিলের জন্য অন্তত ১৫ (পনের) দিনের সময় দিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে।

(৩) সর্বশেষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। অন্যথায় গৃহীত নিয়োগ কার্যক্রম বাতিল হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ (৪) এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন নতুনভাবে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(৪) অনুচ্ছেদ (৪) এ নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণে মহিলা শিক্ষকের স্থলে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করা হলে এমপিওভুক্তির আবেদনের সঙ্গে (৪) ১ (ক, খ ও গ)-এ বর্ণিত পত্রিকার মূলকপি অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে।

৫। **শিথিলকরণ ঃ—**

(ক) সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলাসমূহের মহানগর অথবা জেলা শহরের পৌরসভা ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা কোটা শিথিলযোগ্য বিবেচিত হবে।

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১৯ এপ্রিল ২০০৪ তারিখের মপবি/মাপ্রস/২(১৪৩)/২০০২-২০০৪/৪৯ নং স্মারকে দুর্গম উপজেলা হিসাবে চিহ্নিত নিম্নোক্ত উপজেলাসমূহে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১২-৪-২০১১ তারিখের নং শাঃ ১১/৫-১/২০০৭(অংশ)/১৭২ পরিপত্র মোতাবেক ৩১-১২-২০১৩ পর্যন্ত শিথিলযোগ্য বিবেচিত হবে।

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম
(১)	ভোলা	মনপুরা	(১০)	বাগেরহাট	শরণখোলা
(২)	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	(১১)	খুলনা	দাকোপ
(৩)	কুমিল্লা	মেঘনা	(১২)	খুলনা	কয়রা
(৪)	কক্সবাজার	কুতুবদিয়া	(১৩)	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর
(৫)	কক্সবাজার	মহেশখালী	(১৪)	কুড়িগ্রাম	রাজিবপুর
(৬)	নোয়াখালী	হাতিয়া	(১৫)	কুড়িগ্রাম	রৌমারী
(৭)	গোপালগঞ্জ	কোটালিপাড়া	(১৬)	নওগাঁ	আত্রাই
(৮)	মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর	(১৭)	সিরাজগঞ্জ	চৌহালী
(৯)	ময়মনসিংহ	ধোবাউড়া			

৬। প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রতিষ্ঠান প্রধান (অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট) পদ পূরণের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষকের পদপূরণ শর্ত হিসেবে গণ্য হবে না।

৭। গণিত, ইংরেজি, শরীর চর্চা, আরবী, কোরআন ও হাদিস বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা শিথিলকরণ ৩১-১২-২০১৩ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

৮। এ প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ '২' মোতাবেক প্রযোজ্য মহিলা কোটার শর্ত বর্তমানে পূরণ থাকলে এ প্রজ্ঞাপন জারীর পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণও প্যাটার্নভুক্ত শূন্যপদে এমপিওভুক্ত হতে পারবেন।

৯। এতদ্বারা ইতিপূর্বে জারীকৃত (স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজ, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) প্রতিষ্ঠানের মহিলা শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশনা/পরিপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সচিব।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd